কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, কুমিল্লা

(cocc.portal.gov.bd)

বিষয়: **সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি) সভার (দ্বিতীয় সভা) কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	: আরফানুল হক রিফাত মেয়র, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	: ৩০ মে ২০২৩খ্রি.
সময়	: সকাল ১১.০০টা
স্থান	: সিটি কর্পোরেশনের অতীন্দ্র মোহন রায় সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভার আলোচনা:

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণিত সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সম্পৃক্তকরণ নির্দেশিকা অনুযায়ী জাইকা সহায়তাপুষ্ট ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন (সিফরসি) প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্নেন্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০২০-২০৩০ বাস্তবায়নে সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি'র আজকের এ সভা আয়োজন করা হয়েছে। এ সভায় কমিটি'র সদস্যগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। অত:পর ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রথম সভার কার্যবিবরণী ও গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান।

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. সফিকুল ইসলাম ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন এবং কারও কোনো আপত্তি বা সংশোধনী আছে কি না জানতে চান। তিনি বক্তব্যে বলেন, সরকারের কর্মপরিকল্পনা রুপকল্প- ২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সেবা, প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এক নজরে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নচিত্র এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

চীফ এডভাইজার, জাইকা প্রকল্প মিসেস নাওকো আনজাই উপস্থিত সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, নগরীর উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানো জুরুরি। জাপানে নাগরিকগণ সময়মত কর প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে। দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি আনয়নে টেক্স আদায়ের ভিত মজবুতি দরকার। বৃত্তবান ও ধনাঢ্য শ্রেণি সেবামুলক প্রতিষ্ঠানে অনুদান দিয়ে অবদান রাখতে পারে। এ কাজে উৎসাহিত করার জন্যে তিনি কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে প্রতিকী নগদ অনুদান প্রদান করেন। সিএলসিসি কমিটির সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে ধন্য এবং জাইকা সহায়তা অব্যাহত রাখার আশ্বাস প্রদান করেন।

জাইকা-সিফরসি প্রতিনিধি জনাব ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা ডিসেম্বর ২০২২ মাসে সিএলসিসি কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে নির্ধারিত ফরমেটে প্রাপ্ত মতামত ও তথ্যাদি সমন্বিত করে নাগরিক জরিপ ২০২৩ এর ফলাফল পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন। এ প্রতিবেদনে সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে নাগরিক সন্তুষ্টির মাত্রা, সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কার্যক্রম, ট্যাক্স, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি, অভিযোগ প্রতিকার ও নাগরিক মতামত, নাগরিক সম্পৃক্ততা এ সকল সেবার বিষয়াদি পরিস্ফুট হয়েছে-মর্মে জানান। প্রকল্পের আওতায় নাগরিক সেবা সম্পর্কে ভবিষ্যতে আরও কার্যকর ও বাস্তব তথ্যমূলক নাগরিক জরিপ সম্পাদনের আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশন বহুবিধ অর্জন ও সাফল্য রয়েছে। কিন্তু প্রচার-প্রচারণার অভাবে জনমনে তা দৃশ্যমান হচ্ছে না। তাই সকল কাজে নাগরিক সম্পৃক্ততা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সিটি করর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী সিএলসিসি কমিটির সকল গুণী সদস্যকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, 'কুমিল্লা সিটি করর্পোরেশনের সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫৩৮.১০৪৪ কোটি টাকার উন্নয়ন বরাদ্দ ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় নগরীর অবকাঠামো, ৯তলা বিশিষ্ট নতুন নগর ভবন ও ৬তলা বিশিষ্ট সেবক কলনী নির্মাণ, পুরাতন গোমতী নদী সৌন্দর্যবর্ধন, বাসটার্মিনাল উন্নয়ন, কবরস্থান শ্মশান উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়া ইউডিসিজিপি প্রকল্পের আওতায় পাঁচ বছরে অন্তত: ১ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় রাস্তাঘাট, ড্রেন কালভার্ট, খাল খনন, আলেখারচর বাসস্ট্যান্ড নির্মাণ ও জাঙ্গালিয়া বাসস্ট্যান্ড সম্প্রসারণ, ধর্মসাগর চতুষ্পাড় ওয়াকওয়ে নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ইত্যাদি ১০টি সাব-প্রজেক্ট রয়েছে। এছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে ট্রেনিং ও এওয়্যারনেস কার্যক্রম চলমান আছে। সিটি কর্পোরেশন সীমিত জনবল, সম্পদ ও লজিস্টিক পরিকল্পিত ও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে নাগরিক সেবা প্রদানের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছে। কুমিল্লা-৬ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্যের দিক নির্দেশনায় মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে আমাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. সফিকুল ইসলাম বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও সিটি কর্পোরেশন নিবার্চনজনিত কারণে রাজস্ব আহরণ কিছুটা মন্থর ছিল। এ অবস্থা উত্তরণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে রাজস্ব আদায় বেগবান হচ্ছে। রাজস্ব আহরণ স্বচ্ছতা, সহজতর ও বেগবান করার লক্ষ্যে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স, পৌরকর, পানির বিল, নাগরিক/ওয়ারিশ সনদ প্রদান করা হচ্ছে। রাজস্ব আদায়ের অন্যান্য খাতগুলোও পর্যায়ক্রমে অনআইন করা হবে।

০৪। সিটি কর্পোরেশনের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মুহম্মদ আবদুল ওয়াদুদ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটের সারসংক্ষেপ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন। সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

খাত	প্রকৃত ২০২১-২০২২	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৩-২০২৪
মোট আয়(উপাংশ-১)	৩৯,৪৭,৮৩,৫১৪.৩৭	৪৬,১২,৭০,৯৭৩.০০	৭৭৩,৫,০৭,২৩০.০০
মোট আয়(উপাংশ-২)	১,৮০,৮৯,৬৫৮.৩২	২,৪৩,৪২,৮০০.০০	৪,০৭,০৬,০০০.০০
রাজস্ব আয়	**৪১,২৮,৭৩,১৭২.৬৯**	**৪৮,৫৬,১৩,৭৭৩.০০**	**৮১,৪২,১৩,২৩০.০০**
উন্নয়ন অনুদান/আয়	৭৯,৩০,০৫,৪৬৭.০০	২৭৩,৬৯,৭৫,১৬২.০০	৬৫৭,১২,৫৯,৩৪২.০০
মোট আয়	**১২০,৫৮,৭৮,৬৩৯.৬৯**	**৩২২,২৫,৮৮,৯৩৫.০০**	**৭৩৮,৫৪,৭২,৫৭২.০০**
প্রারম্ভিক তহবিল	৬৫,২৮,৭০,১৩৮.৪১	৫১,৫০,৪৭,৯২৫.৬৯	৯,৮২,৯২,৪৭৮.৬৯
সর্বমোট	**১৮৫,৮৭,৪৮,৭৭৮.১০**	**৩৭৩,৭৬,৩৬,৮৬০.৬৯**	**৭৪৮,৩৭,৬৫,০৫০.৬৯**
মোট ব্যয় (উপাংশ-১)	২৭,৬৫,৫০,৩৩৮.০৩	৩১,৮০,৫০,০০০.০০	৪৫,৪৩,২০,০০০.০০
মোট ব্যয় (উপাংশ-২)	১,৪৯,৩৪,৩৯৩.৩৭	২,৭১,৩৫,০০০.০০	৪,০৫,৪০,০০০.০০
রাজস্ব ব্যয়	২৯,১৪,৮৪,৭৩১.৪০	৩৪,৫১,৮৫,০০০.০০	৪৯,৪৮,৬০,০০০.০০
উন্নয়ন ব্যয়	১০৫,২২,১৬,১২১.০১	৩২৯,৪১,৫৯,৩৮২.০০	৬৮৫,১১,৫৯,৩৪২.০০
মোট ব্যয়	**১৩৪,৩৭,০০,৮৫২.৪১**	**৩৬৩,৯৩,৪৪,৩৮২.০০**	**৭৩৪,৬০,১৯,৩৪২.০০**
সমাপনী তহবিল	৫১,৫০,৪৭,৯২৫.৬৯	৯,৮২,৯২,৪৭৮.৬৯	১৩,৭৭,৪৫,৭০৮.৬৯
সর্বমোট মোট	**১৮৫,৮৭,৪৮,৭৭৮.১০**	**৩৭৩,৭৬,৩৬,৮৬০.৬৯**	**৭৪৮,৩৭,৬৫,০৫০.৬৯**

সম্মানিত সদস্যগণ বাজেট বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশনের সকল পদক্ষেপে সহযোগিতা প্রদান করবেন-মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন।

অধ্যক্ষ (অব.) হাসান ইমাম মজুমদার সিটি কর্পোরেশনের চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ড, যানজট ও জলাবদ্ধতা নিরসনে নানাবিধ পদক্ষেপে সাধুবাদ জানান। নগর শিশু উদ্যান সংলগ্ন ভাষা সৈনিক চত্বরে ভাষা সৈনিক অজিতগুহ এর নাম সন্নিবেশ করায় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি কতিপয় নাগরিক বিভ্রাট যেমন- নানুয়ার দিঘি ঘাটলায় যানবাহন ধৌত করা, নো-পার্কিং স্পটে যানবাহন আরও বেশি রাখা, প্রধান প্রধান সড়কে ভ্যানগাড়ি ও ভ্রাম্যমান দোকানিদের দৌরাত্ম্য কমানোর জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

প্রবীণ সাংবাদিক ও সম্পাদক, সাপ্তাহিক অভিবাদন জনাব আবুল হাসনাত বাবুল মাননীয় মেয়র ও সম্মানিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানান। বিশেষকরে স্বত:প্রণোদিত হয়ে সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে আর্থিক অনুদান প্রদান করে জাইকা প্রতিনিধি নাওকো আইজাই যে অনবদ্ধ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন- উহার ভূয়সী প্রসংশা করেন। এটি আমাদের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে। বিগত সভার কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সিএলসিসি কমিটির সভা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। এ সভার মাধ্যমে নাগরিক সমাজ সিটি কর্পোরেশনের সামগ্রিক কর্মকান্ড সম্পর্কে একটি আনুপূর্বিক ধারণা লাভ করে। তিনি বলেন শহরের মুসলিম, ক্যাথলিক ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের গোরস্থান আছে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কোন গোরস্থান নেই। এটি সংস্থান করা যায় কিনা- সভাপতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া একমাত্র বেওয়ারিশ কবরস্থান চিক্কারচর কবরস্থানে লাশ দাফনের জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। আরও দু একটি বেওয়ারিশ কবরস্থান প্রতিষ্ঠা করার দরকার। দু'সিট বিশিষ্ট অটোরিক্সা চালুর প্রস্তাবের প্রতি ভিন্নমত পেষন করে তিনি বলেন, এতে যানজট ও জনভোগান্তি বরং বাড়বে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নআয়ের লোকজন কম ভাড়ায় ৫/১০ টাকা দিয়ে ছয় সিট বিশিষ্ট অটো রিক্সা চলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। যানজট নিরসনে শহরে গণপরিবহন বা টাউন সার্ভিস চালু করা জরুরি। যারা অটো চালায় তাদের জীবন-জীবিকা না-ই ভাবলাম, বিকল্প সহজলভ্য পরিবহন চালু না করে অটোচলাচল বন্ধ করলে ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের চলাচলের কি ব্যবস্থা হবে? বহুতল ভবনের আশপাশে ড্রেন, নালা নর্দমার অবস্থা দুর্বিষহ। বর্ষা মৌসুমের আগে উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা জরুরি। নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের একার পক্ষে সম্ভব না। পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নসহ বহিরাগত হাজার হাজার মানুষের চাপ নিত্য এ শহরকে বইতে হয়। অনাঙ্খিত এ চাপের কারণে নগরবাসী সুখে নাই। ফায়ার সার্ভিস পুকুরপাড় গাড়ি ধৌত বন্ধ করা দরকার। ফায়ার সার্ভিস সড়কের মেরামতের পদক্ষেপ গ্রহণ করায় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, নাগরিক জরিপ তথ্য উপস্থাপন চমৎকার হয়েছে। এ জন্য জাইকা প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তবে নাগরিক জরিপে যে সকল সূচক ও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে- তা নগরীর প্রকৃত চিত্র নয়। নগরীর সকল স্টেকহোল্ডারকে সম্পৃক্ত করে নাগরিক জরিপ করা হলে বাস্তব ও প্রকৃত চিত্র পরিস্ফুট হবে। তিনি বলেন, শহরে বিনোদনের পরিসর খুবই কম। হাতীরঝিল আদলে পুরাতন গোমতী নদী সৌন্দর্যবর্ধন নগরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী। কাজটি দ্রুত শুরু করার অনুরোধ জানান।

কুমিল্লা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আতিক উল্লাহ সিএলসিসি সভা আয়োজনের জন্য মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। এ সভার সুপারিশগুলো সিটি কর্পোরেশনের মাসিক সভায় আলোচনাক্রমে বিবেচনা ও অগ্রাধিকারভিত্তিতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, কুমিল্লা অনেক পুরনো শহর বিধায় রাস্তাগুলো সরু। নানাবিধ চ্যালেঞ্জের কারণে এখন সড়ক সম্প্রসারণ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের নিকটবর্তী ফেনী শহরের রাস্তাগুলো বেশ প্রশস্ত এবং এ সুবাধে সেখানে টাউন সার্ভিসসহ নাগরিক সুবিধা অবারিত হয়েছে। তিনি বলেন ৬/৭ সিট বিশিষ্ট অটোরিক্সা, ভ্যানগাড়ি ও হকারের দৌরাত্ম্যে নগরজীবন দুর্বিষহ। যানজট নিরসন ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে সিটি কর্পোরেশন ও স্থায়ী প্রশাসনের যেকোনো উদ্যোগে আমরা সকল প্রকার সহযোগিতা করবো। যানজট নিরসনে ইদানিং পুলিশ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পাইলটিং হিসাবে একমুখী সড়ক চলাচলসহ অন্যান্য পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানান। সিটি কর্পোরেশনের ইউনিফর্ম পরিহিত কমিউনিটি পুলিশিং সদস্যদের অপতৎপরতায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এরা দায়িত্ব অবহেলা করে হকারদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়। মেয়র মহোদয়ের নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন- মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন।

সম্পাদক, দৈনিক শিরোনাম জনাব নীতিশ সাহা বলেন, দু'সিট বিশিষ্ট অটো রিক্সা চালু হলে নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড থাকতে হবে, না হয় যানজট আরও বাড়বে। তিনি বলেন, কান্দিরপাড় যেন ফলের বাগান। ফলের খোসা, পাতা, বর্জ্য সয়লাব। ভিক্ষুক ও হকারের দৌরাত্ম্যে পথচলা দুষ্কর। ডাস্টবিন স্বল্পতায় যত্রতত্র ময়লার স্তুপ। কান্দিরপাড় উপযুক্ত স্থানে একটি আধুনিক পাবলিক টয়লেট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ আমেরিকান এগ্রো. জনাব শেখ ফরিদ মো: আবদুল ফাত্তাহ বলেন, রূপকল্প ২০৪১ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সিটি কর্পোরেশনের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও উদ্যোগ নগরবাসী দেখতে চায়। শহরের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ ব্যবস্থাপনার ওপর তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। টেকশই উন্নয়নে মনিটরিং আরও জোরদার করা দরকার। নির্মাণ সামগ্রী সড়কের উপর যত্রতত্র ফেলে রেখে জনভোগান্তি সৃষ্টি করে। শহরের যানজট নিরসনে পুলিশ বিভাগ আন্তরিক হওয়ার দরকার। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজের শ্রেণি কার্যক্রম আরম্ভ ও ছুটির সময়সুচি পুনর্বিন্যাস করে যানজট সহনীয় মাত্রায় আনা সম্ভব। শুধুমাত্র সিএলসিসি সদস্যদের অংশগ্রহণে নাগরিক জরিপে ফলাফল যথার্থ হয় নি। এটি আরও ব্যাপক ও বাস্তব ভিত্তিক হওয়া দরকার।

এড. আতিকুর রহমান আঝাসী জানান, নাগরিক জরিপ ফলাফলে শহরে নাগরিক সেবায় বিদ্যমান চিত্র কিছুটা হলেও পরিস্ফুট হয়েছে। ১১ নং ওয়ার্ডের নাগরিক সেবা-পরিষেবা ও অবকাঠামো উন্নয়নে আপ্রাণ প্রয়াসের জন্য সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব হাবিবুর আল-আমিন সাদীকে অভিনন্দন জানান। নিউমার্কেট এলাকায় সড়কে সকল অবৈধ দোকান-পাট উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ জানান।

কুমিল্লা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: আসাদুর রশিদ প্রতিবেশী রাষ্ট্র উদয়পুর শহরের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে কুমিল্লা শহরে ডিজিটাল ট্রাফিকিং সিস্টেম চালু করার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, এ যুগের সভ্য সমাজে বহুতল ভবন থেকে পার্শ্ববর্তী ড্রেন, পুকুর, দিঘিতে ময়লা ভরা পলিথিন নিক্ষেপ খুবই দু:খজনক ও নিন্দনীয়। নাগরিকদের মানসিকতা পরিবর্তন ও সভ্য আচরণ চর্চায় আমাদের পরিবার, সমাজ সকলকে কাজ করা দরকার। এ লক্ষ্যে স্থানীয় কাউন্সিলরের নেতৃত্বে প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় সকল শ্রেণি, পেশা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ড কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

ইউএনডিপি সহায়তাপুষ্ট প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের টাউন ম্যানেজার জনাব মো: আবদুল হান্নান সিটি কর্পোরেশনের চলমান এ প্রকল্পের বিশদ কার্যক্রম তুলে ধরেন। প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটিতে নির্মিত ছোট ছোট সড়ক ও ড্রেনগুলো প্রধান প্রধান সড়ক ও ড্রেনের সাথে কানেক্টিভিটি বাড়ানো প্রয়োজন। প্রকল্পের স্থানীয় প্রতিনিধিকে সিএলসিসি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানান। প্রকল্পের সিডিসি সদস্য জানান, বক্স ড্রেন করার কারণে সময় সময় ড্রেনগুলো পরিষ্কার করা ব্যাহত হয়েছে। ফলে জ্যাম সৃষ্টি হয়ে পয়:নিষ্কাশন বাধা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন কমিউনিটিতে ডাস্টবিন নেই, ভ্যান নেই, যত্রতত্র বর্জ্য পড়ে থাকে। কমিউনিটির বর্জ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর ও অবকাঠামো উন্নয়ন দরকার। প্রসঙ্গক্রমে সভাপতি বলেন, প্রত্যেক ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের মাধ্যমে ভ্যানগাড়ি বিতরণ ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়মিত কাজ করছে। কমিউনিটির সমস্যাবলি নিয়ে সিডিসি সদস্যগণকে স্ব স্ব এলাকার কাউন্সিলরগণের সাথে যোগাযোগ করতে তিনি অনুরোধ জানান।

সম্মানিত কাউন্সিলর ও মেয়র প্যানেলের সদস্য-০১ জনাব হাবিবুর আল-আমিন সাদী জানান, ভ্যানগাড়ি ও ভ্রাম্যমান দোকান যানজটের প্রধান কারণ। স্থায়ী ব্যবসায়ী ও দোকান মালিকগণের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এদের দৌরাত্ম্য চরমে। তাই মোবাইলকোর্ট করে ভ্যানগাড়ি জব্দ এবং প্রয়োজনে স্থায়ী দোকান মালিকদের জরিমানা করা দরকার। শহরের প্রাণকেন্দ্র কান্দিরপাড় 'কুমিল্লা হার্ট' নামীয় বহুতল ভবন নকশা বহির্ভূতভাবে নির্মিত হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের বহমান ড্রেন ও সড়কের ওপর ভবনের অংশবিশেষ অপসারণ করা দরকার। যত্রতত্র ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলার কারণে সিটি কর্পোরেশনের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্বেও জলাবদ্ধতা নিরসন করা যাচ্ছে না। সকলকে নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার আহ্বান জানান।

সভাপতি বলেন, সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্র বহির্ভুত সংলগ্ন ইউনিয়ন বাসিন্দাদের বাসা-বাড়ি ও বড় বড় ভবনের সৃষ্ট বর্জ্য অপসারণে অনেক জনবল ও লজিস্টিক ব্যয় হয়। এটি সমন্বয় করা দরকার। নগরীর উন্নয়নে দাতা নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। এ লক্ষ্যে আমরা নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে সক্ষমতার পূর্বশর্ত রাজস্বের ভিত মজবুতকরণ। এ লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমে নাগরিক সম্পৃক্ততা চাই। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত, সেবার মান বৃদ্ধিসহ সিটি কর্পোরেশনের ওপর নাগরিকদের আস্থা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হবে এবং ফলশ্রুতিতে নাগরিকগণ সন্তুষ্টি ও স্বত:প্রণোদিত হয়ে পৌরকর প্রদান করবে। তিনি বলেন, জাপান নাগরিকগণ ট্যাক্স দেয়, আবার অনুদানও প্রদান করে। আমাদের দেশে এ চর্চা নেই। জাইকা প্রতিনিধি সিসেস নাওকো আনজাই সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে প্রতিকী অনুদান প্রদান করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নাগরিক হয়রানি নিরসনে বড় বড় অটো রিক্সা উচ্ছেদে আর ছাড় নয়। দু'সিট বিশিষ্ট মিশুক রিক্সা সহসাই চালু করা হবে। টাউন সার্ভিস চালুর বিষয়ে আলোচনা চলছে। প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু মিনিবাস চালু করা হবে। যানজট নিরসনে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম সুচারুভাবে মনিটরিং করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান। নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়া মেয়রের দায়িত্ব পালনে কোন 'পাপ' যেন স্পর্শ না হয়- এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

২. <u>সভার সিদ্ধান্ত</u>:

অত:পর সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলো।

ক্রম:	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ
০১.	২৬/১২/২০২২খ্রি. তারিখের সিএলসিসি প্রথম সভার কার্যবিবরণীর ওপর কারো কোনো আপত্তি না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ সভায় সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত ও দৃঢ়ীকরণ করা হলো।
০২.	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে প্রতীকি অনুদান প্রদান করে চীফ এডভাইজার, জাইকা প্রকল্প মিসেস নাওকো আনজাই অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর এ মহতি উদ্যোগে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে ধনাঢ্য ও বিত্তবান শ্রেণিকে অনুরুপ দৃষ্টান্ত স্থাপনের এগ্রিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়।

ক্রম:	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ
০৩.	সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন, প্রশাসনিক, রাজস্ব পরিস্থিতি ও সেবাকার্যের ওপর সম্পাদিত নাগরিক মতামত ও জরিপ ২০২৩ একটি আশাব্যাঞ্জক ও ইতিবাচক উদ্যোগ। তবে এ জরিপ ফলাফলে নগরীর বাস্তব ও প্রকৃতচিত্রের প্রতিফলন ঘটে নি। তাই এ ধরণের নাগরিক জরিপ আরও কার্যকর, বাস্তবভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য সকল অংশীজনকে সম্পৃক্তকরণের অনুরোধ করা হলো।
০৪.	'কুমিল্লা সিটি করর্পোরেশনের সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প এবং ইউডিসিজিপি প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন কাজ টেকশই ও গুণগত মান রক্ষা করার ওপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের সকল কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা জরুরি।
০৫.	সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে যুৎশই প্রযুক্তি ব্যবহার ও আইনী বিধি-বিধানের ওপর ট্রেনিং ও এওয়্যারনেস কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হলো। জাইকা প্রকল্প এ খাতে আর্থিক, কারিগরি ও লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করবে- মর্মে সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।
০৬.	সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা উন্নয়নে নাগরিক সেবা নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। তাই নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন এবং রাজস্ব আহরনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং উদ্ভাবনী ও যুগোপযোগি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। পৌরকরসহ সকল প্রকার রাজস্ব ও বিভিন্ন পরিষেবা বিল নিয়মিত পরিশোধ করার জন্য নাগরিকবৃন্দকে অনুরোধ করা হলো। এছাড়া নতুন আয়ের খাত চিহ্নিত ও উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি।
০৭.	নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশনের প্রচেষ্টায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। নাগরিক সচেতনতা ও দায়বদ্ধতার ওপর ওয়ার্ড পর্যায়ে কাউন্সিলরের নেতৃত্বে সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে সভা-সেমিনার, প্রচার-প্রসারনা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।
০৮.	একটি বাসযোগ্য নগর বিনির্মাণে ইমারত/ভবন/বিপনী বিতান, অবকাঠামো, পয়:নিষ্কাশন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সু-পরিকল্পিত হওয়া জরুরি। তাই ভবন নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণসহ নাগরিকবান্ধব পরিবেশ ও সুবিধাদি নিশ্চিত করা দরকার। একটি যুগোপযোগী ও সামগ্রিক তথ্যসম্বলিত Master Plan প্রণয়ন কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করা হলো।
০৯.	শহরের যানজট নিরসনে প্রধান প্রধান সড়কের ওপর ভ্যানগাড়ি, ভ্রাম্যমান দোকান ও সকল প্রকার অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও সিটি কর্পোরেশনে অনুরোধ করা হয়। দু'সিট বিশিষ্ট 'মিশুক' অটোরিক্সা চালুর প্রস্তাব সভায় নীতিগতভাবে গৃহীত হলো।
১০ .	উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এবং সকল স্টেকহোল্ডার বাস্তবায়ন করবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার জন্য সকল পক্ষকে অনুরোধ করা হলো।

অত:পর আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা/-
আরফানুল হক রিফাত
মেয়র
কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন
ফোন: +৮৮০২৩৩৪৪৩৭০৯
ইমেইল: coccbd@gmail.com
তারিখ: ৩০/০৫/২০২৩খ্রি.

স্মারক নং ৪৬.১৭.১৯.৫০.০১৫.০০.৭০২.২০২২.১৪৬০/১(১০০)

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

০১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃষ্টি আকর্ষণ : উপসচিব, সিটি কর্পোরেশন-১/২ শাখা)
০২. জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা
০৩. পুলিশ সুপার, কুমিল্লা
০৪. সিভিল সার্জন, কুমিল্লা
০৫. জনাব/বেগম..... সদস্য, সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি), কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা
০৬. কাউন্সিলর(সকল), কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা
০৭. বিভাগ ও শাখা প্রধান(সকল), কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা
০৮. চীফ এ্যাডভাইজার, স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন, এনআইএলজি, আগারগাঁও, ঢাকা
০৯. সিটি গভার্নেন্স স্পেশালিস্ট(সকল), জাইকা, ঢাকা
১০. আইটি কর্মকর্তা, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা (সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১১. পিএ টু মেয়র, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১২. অফিস কপি

৩০/০৫/২০২৩

মো: আবু সায়েম ভূইয়া
সচিব(ভারপ্রাপ্ত)
কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল: ০১৭১৬ ৯৩৯৪৯৫
abusayem_97 @yahoo.com